যায়যায়দিন

তারিখ 20 APR 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

ভার্জিনিয়ায় ৩২ ছাত্র-শিক্ষককে গুলি করে হত্যা

হত্যাযজ্ঞের মধ্যে ভিডিও ক্লিপস মেইলও করেছিল চো হুই

আল জাজিরা অনলাইন

আমেরিকার ভার্জিনিয়া টেক ইউনিভার্সিটির ৩২ ছাত্র-শিক্ষককে হত্যাকারী ছাত্র চো সিয়ুং হুই গুলিবর্ষণের মধ্যে কিছুটা বিরতি নিয়েছিল। এ সময় ভিডিও ক্লিপস, নিজের সশস্ত্র ছবি এবং বেল্টের গায়ে বিদ্বেষপূর্ণ লেখা সংবলিত মেইল প্রেরণ করে সে। এগুলো নিউজ নেটওয়ার্ক এনবিসির কাছে পাঠায় চো। পুলিশের এক বিবৃতিতে বুধবার এ কথা বলা হয়।

'তোমরা আমাকে কোণঠাসা করে ফেলেছো। আমার সামনে আর কোনো বিকল্প পথ খোলা রাখোনি তোমরা'– ভিডিও ক্লিপিংয়ে এ কথা বলতে শোনা যায় চোকে। এনবিসি সূত্রে বলা হয়, দ্বিতীয় দফা গুলি ছোড়ার আগে দু'ঘণ্টা বিরতি নেয় চো। অসংলগ্ন কথাবার্তার কিছু মেইল এ সময়ই প্রেরণ করে সে। সোমবার এ আলোড়ন সৃষ্টিকারী হত্যাকাণ্ডে মেতে ওঠে সাউথ কোরিয়ান এ ছাত্র।

ভিডিওতে সে আরো বলে, 'এমন ঘটনা ঘটা ঠিক ছিল না; কিন্তু তোমাদের হাত রক্তে রঞ্জিত এবং তোমরা কখনই তোমাদের এ হাত ধুয়ে ফেলবে না।' কাদের উদ্দেশ করে এমন কথা বলছে চো (২৩) তা উল্লেখ করেনি সে।

প্রাপ্ত এসব ডকুমেন্ট সঙ্গে সঙ্গে এফবিআইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে ভার্জিনিয়া পুলিশ। ছাত্রাবাসের দুই ছাত্রকে

এনবিসি নিউজকে দেয়া ভিডিও ফুটেজে চো - এএফপি

হত্যার পর এসব মেইল পাশের একটি পোস্ট অফিস থেকে প্রেরণ করে চো। এমনটিই ধারণা পুলিশের।

এরপর একটি ক্লাসরুমে ঢুকে ৩০ জন ছাত্র-শিক্ষককে গুলি করে হত্যা করে চো। অবশেষে নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করে সে।

২০০৫ সালে মানসিক বৈকল্যের কারণে চোকে একটি মানসিক হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মেয়েদের উত্যক্ত করার অভিযোগও ছিল তার বিরুদ্ধে। আশঙ্কা ছিল আত্মহত্যা করতে পারে ছেলেটি। ভার্জিনিয়ার একটি আদালত সে সময় এক রায়ে বলে, চো মানসিকভাবে অসুস্থ এবং অন্যদের ও নিজের প্রতি সে হুমকিস্বরূপ। ইউনিভার্সিটির পুলিশ চিফ ওয়েনডেল ফ্লিনচাম বলেন, ২০০৫ সালে দুটি মেয়ে তাদের উত্যক্ত করার অভিযোগ আনে চোর বিরুদ্ধে। টেলিফোন কল ও মেসেজ লিখে তাদের উত্যক্ত করেছিল ছেলেটি।

চোর এক সাবেক শিক্ষিকা কবি নিক্কি জিওভান্নি বলেন, ক্লাসমেটদের ছবি তুলে এবং অশ্লীল মন্তব্য লিখে উত্যক্ত করার কারণে ২০০৫ সালে চোকে তার ক্লাস থেকে বের করে দেয়ার সুপারিশ করেছিলেন তিনি। চোর এসব আচরণের কথা পুলিশকেও জানানো হয় সে সময়।

এতো কিছু সত্ত্বেও আইনসঙ্গতভাবেই দুটি বন্দুক কেনে চো। সোমবারের হত্যাকাণ্ডে এ দুটিই ব্যবহার করে সে।

এ হত্যাকাণ্ডের পর বন্দুক আইন নিয়ে তীব্র বিতর্কের সূচনা হয় পুরো আমেরিকায়।